দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 20 FEB 1988
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

15

শিক্ষাঙ্গন

মাতৃভাষায় কৃষি শিক্ষা

যে জাতি যত শিক্ষিত সে জাতি তত উন্নত। শিক্ষার মাধ্যমেই মানুষের মানবিক ও চারিত্রিক মানোন্নয়ন সম্ভব। অথচ আমাদের দেশে এই শিক্ষার ক্ষেত্রেই রয়েছে দারুণ অবনতি। জনসংখ্যার এক ক্ষুদ্র অংশমাত্র এই শিক্ষার আলোতে আলোকিত। সাধারণ শিক্ষার অবস্থা যেখানে এরূপ করুণ, কৃষি শিক্ষার অবস্থা সেখানে শোচনীয়। কৃষি আমাদের আয়-ব্যয়, স্বাস্থ্য-সৌন্দর্য, মান-সম্ভ্রম প্রভৃতি নির্ধারক। জাতীয় পেশা হলেও দেশের অকিঞ্চিতকর শিক্ষা ব্যবস্থায় কৃষি শিক্ষার স্থান নিতান্ত নগণ্য। যার প্রয়োজন ছিল সবার আগে, অথচ সেই কৃষি শিক্ষা শুরু হয়েছে সবার শেষে। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কমিশন কৃষি শিক্ষার উপর জোর দিলেও এই কৃষি শিক্ষা শুরু হয়েছে সবার পরে। সেই লক্ষ্যে ১৯৬১ সালে স্থাপিত হয়েছে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় আপামর জনসাধারণ বিশেষ করে কৃষিজীবীদের কৃষি গবেষণার সর্বশেষ বৈজ্ঞানিক, ব্যবহারিক ও চলতি জ্ঞানদান করতে না পারলে কৃষির উন্নতির কথা চিন্তা করা যায় না। আর তাই প্রাথমিক স্তর থেকেই কৃষি শিক্ষার ব্যবস্থা নিতে হবে। কৃষি বিজ্ঞানকে সহজ করতে হবে। আর তার জন্য চাই শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে মাতৃভাষা বাংলা। কৃষি বিজ্ঞান মূলতঃ বাংলাভাষী কৃষকদের। আমাদের কৃষি শিক্ষার বিষয়-বস্তু এখন রয়েছে ইংরেজী ভাষায়। ফলে শিক্ষকের শিক্ষাদান ও ছাত্রের শিক্ষালাভ এই দুই-ই ব্যাহত হয়। কখনো একপক্ষ বা উভয়পক্ষের ইংরেজী ভাষার সহজাত বুৎপত্তির অভাবে একজন ছাত্রকে ইংরেজীতে বিষয়বস্তু আয়ত্ত করতে প্রথমে বাংলায় এ সম্বন্ধে ধারণা নিয়েই করতে হয়। কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ইংরেজীর পাশাপাশি বাংলায় প্রশ্ন প্রণয়ন ও উত্তর দেয়ার অধিকার দিলেও পর্যাপ্ত বাংলা পুস্তক পাওয়া যায় না। কোন শিক্ষক কর্তৃক অনূদিত নোটই বছরের পর বছর উত্তরাধিকার সূত্রে হাত বদল হয়ে আসছে।

মাতৃভাষায় একজন ছাত্র যত সহজে বিষয়বস্তু আয়ত্ত করতে পারে, অন্য কোন ভাষায় তত সহজে পারে না। ছাত্ররা বাংলায় উত্তর দিতে সহজবোধ করে। উচ্চ মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত তারা বাংলা পড়ে এসেছে। হঠাৎ করে ইংরেজী ভাষার জন্য তারা অসুবিধা বোধ করে। বাংলা উত্তরদাতাদের পাসের হার ইংরেজীর দ্বিগুণ হয়ে থাকে। কৃষি বিজ্ঞান যেমন ব্যবহারিক জ্ঞান তেমনি প্রয়োগভিত্তিক। লাইব্রেরীতে শত শত মোটা ইংরেজী ভলিয়মের বইয়ের উপর কয়েক ইঞ্চি পর্যন্ত ধূলা পড়তে দেখা গিয়েছে। ছাত্রদের এই সকল বই হাতে নিয়ে দেখার সাধ-সাধ্য নেই। তেমনিভাবে রয়েছে কৃষি শিক্ষার বাংলা বইয়ের প্রচুর অভাব। কৃষির উপর নতুন নতুন গবেষণা হচ্ছে। সেই গবেষণালব্ধ জ্ঞান কৃষিবিদদের মাধ্যমে কৃষকদের মাঝে পৌঁছে দেওয়া দরকার। দেশ-বিদেশের এই সকল গবেষণা ফল বাংলায় অনুবাদ করা যেতে পারে।

তাই মাতৃভাষা বাংলার মাধ্যমে যাবতীয় শিক্ষার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। কৃষির মত জনস্বার্থ সম্বলিত শিক্ষার ক্ষেত্রে তা আরও অগ্রাধিকার রাখে। বাংলা ভাষায় কৃষি শিক্ষার জন্য সর্বস্তরের শিক্ষার জন্য উপযুক্ত গ্রন্থ প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য পাঠ্যবই প্রণয়নের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষসহ বাংলা একাডেমিকে এগিয়ে আসতে হবে। কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ বাংলা প্রকৌষ্ট রয়েছে। এই বিভাগে বেশ কয়েকজন স্বনামধন্য অধ্যাপক রয়েছেন। কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে চার বছর মেয়াদী শিক্ষা কোর্স চালু হওয়ার পর থেকেই বাংলা ও ইংরেজী (মাধ্যমিক স্তরের জন্য) পড়ানো হয় না। এই বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের অনেক খ্যাতনামা কৃষিবিদগণ এই বাংলা কৃষি বিজ্ঞান প্রণয়ন বা অনুবাদের কাজ হাতে নিতে পারেন। অবশ্য বেশ কয়েকজন গ্রন্থ প্রণেতা শুধুমাত্র প্রকাশের সুযোগের অভাবে ভরসা করতে পারছেন না। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সরকার ও বাংলা একাডেমীকেই এই গুরুদায়িত্ব নিতে হবে। বাংলাভাষায় পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করতে গিয়ে যে একটি বিশেষ সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় তা হচ্ছে পরিভাষা। কৃষি, বৈজ্ঞানিক, কারিগরি ও বৃত্তিমুলক বিষয়ে পাঠ্যপুস্তক রচনার বেলায় এই সমস্যা বিশেষ প্রকট হয়ে দেখা দেয়। জ্ঞান-বিজ্ঞান যেমন সার্বজনীন বিজ্ঞানের ভাষাও তেমনি বিশ্বজনীন।

—মোঃ নিয়াজ উদ্দিন পাশা